যায়যায়দিন

তারিখ 13 APR 2008

২০ স্কুলের ১৯টিতেই হেডমাস্টার নেই

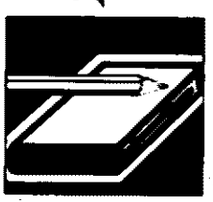

সিলেট বিভাগের সরকারি হাই স্কুলগুলোর হালচাল

- শতাধিক সহকারী শিক্ষকের পদ খালি
- সব স্কুলেই প্রশাসনিক ও পাঠদান কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে
- ক্লাস চলছে অনিয়মিত

সিলেট অফিস

সিলেট বিভাগের ২০টি সরকারি হাই স্কুলের মধ্যে ১৯টিতেই প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। এ ২০টি স্কুলে শতাধিক সহকারী শিক্ষকের পদও খালি আছে। একমাত্র সিলেট সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় ছাড়া বাকি স্কুলগুলোতে সহকারী প্রধান শিক্ষক অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করছেন। এ ২০টি স্কুলের তিনটিতে সহকারী প্রধান শিক্ষক পদও শূন্য। এর ফলে প্রায় সব স্কুলেই প্রশাসনিক ও পাঠদান কার্যক্রম চরমভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

সিলেট বিভাগীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা গেছে, এ ২০টি সরকারি হাই স্কুলের মোট শিক্ষকের মঞ্জুরিকৃত ৪৮০টি পদের মধ্যে ১২৬টি পদ শূন্য রয়েছে। ৩৫৪ জন শিক্ষকের মধ্যে সিনিয়র ও বিশেষজ্ঞ শিক্ষকদের প্রায় সবাই সরকারি-বেসরকারি প্রজেক্ট মাস্টার ট্রেইনার হিসেবে কর্মরত।

শিক্ষক স্বল্পতার কারণে এক সময়ের নামি-দামি ও চমকপ্রদ ফলাফলকারী এ ২০টি স্কুলের প্রায় সবটিতেই ক্লাস হচ্ছে অনিয়মিতভাবে। ফলে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাগুলোতে ক্রমেই পিছিয়ে পড়ছে এসব স্কুলের শিক্ষার্থীরা।

সিলেট বিভাগের যেসব স্কুলে প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য সেগুলো হলো সিলেট সরকারি অগ্রগামী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, জৈন্তাপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, জকিগঞ্জ সরকারি বালক বিদ্যালয়, হবিগঞ্জ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, বিকেজিসি সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় (হবিগঞ্জ), গোবিন্দপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় (মাধবপুর), রাজারবাজার সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় (চুনারুঘাট), বানিয়াচং সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় এবং এলআর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় (বানিয়াচং), মৌলভীবাজার শহরের মৌলভীবাজার সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় ও আলী আমজাদ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, শ্রীমঙ্গল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, সুনামগঞ্জ শহরের সরকারি জুবিলী হাই স্কুল ও সতীশচন্দ্র সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, জগন্নাথপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, স্বরূপচন্দ্র সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও তাহিরপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়।

জানা গেছে, এ স্কুলের প্রায় সবগুলোতেই মাসের পর মাস প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। কয়েকটি স্কুলে বছরের পর বছর প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য আছে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে একেবারেই নির্বিকার।

একটি সূত্র জানায়, সিনিয়র শিক্ষকদের কেউই মফস্বলের স্কুলগুলোতে চাকরি করতে চান না। ফলে কর্তৃপক্ষের সদিচ্ছা থাকলেও স্কুলগুলোর শিক্ষক-শূন্যতা পূরণ করা সম্ভব হয় না তাদের পক্ষে। অনেক ক্ষেত্রে ভালো শিক্ষকদের এসব মফস্বলের সরকারি স্কুলে বদলি করা হলে তারা উচ্চ মহলে তদবির চালিয়ে দ্রুত জেলা শহরে স্থানান্তরের সুযোগ করে নেন। সরকারি শিক্ষক মহলে প্রচলিত সত্য- যার 'লবি' যতো শক্ত, তিনি ততো দীর্ঘদিন ট্রান্সফার ঠেকিয়ে রাখতে সক্ষম।

কেবল শিক্ষক পদের শূন্যতা নয়, সুনামগঞ্জ ও মৌলভীবাজারের স্কুল পরিদর্শকের পদও দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে শূন্য আছে।